بسم الله الرحمن الرحيم
আমি আল্লাহ পাক এর কাছে অভিশপ্ত শয়তানের
ওয়াসওয়াসা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

আমি পরম করুনাময় দয়াশীল আল্লাহ পাক এর নামে শুরু করছি।

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত- এর মর্যাদা, মাহাত্ম ও ফযীলত

.

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর জন্য নিবেদিত যিনি আমাদেরকে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শিক্ষা দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন,

O O

অর্থঃ *পরম দয়ালু (আল্লাহ পাক) যিনি (আপন হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) কুরআন শরীফ শিক্ষা দিয়েছেন। (সুরা আর রহমান/ ১—২)*

বেশুমার সলাত ও সালাম আলাহ পাক এর হাবীব সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন নাবিয়্যিন, শাফীউল মুয্নিবীন, রহমাতুল্লিল আলামীন, নূরে মুজাস্সাম হুজুর পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে, যিনি ইরশাদ করেন,

'

অর্থঃ *তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যিনি কুরআন শরীফ এর তা'লীম গ্রহন করেন এবং কুরআন শরীফ এর তা'লীম দেন। (বুখারী শরীফ, মিশকাত শরীফ)*

মুলতঃ কুরআন শরীফ মহান আল্লাহ পাক এর কালাম । মহান আল্লাহ পাক এর যেরূপ মর্যাদা-মর্তবা, তার কালাম কুরআন শরীফ এরও রয়েছে মর্যাদা, মাহাত্ম ও ফযীলত ।
ছহীহ্ শুদ্ধভাবে তাজভীদ অনুযায়ী কুরআন শরীফ তিলাওয়াত বা পাঠ করার মধ্যে অশেষ ফজীলত ও বরকত রয়েছে, অপরদিকে কুরআন শরীফ এর একটি হরফও যদি অশুদ্ধ বা তাজভীদের খিলাফ বা বিপরীত পাঠ করা হয় তবে ছওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ্ এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে কুফরী পর্যন্ত পৌছার সম্ভাবনাও রয়েছে ।
তাজভীদের সাথে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার হুকুম স্বয়ং আল্লাহ পাক অনেক আয়াতেই করেছেন । যেমন- মহান আল্লাহ পাক সূরা মুয্যাম্মিল-এর ৪ নং আয়াত শরীফে বলেন-

অর্থঃ *" কুরআন শরীফকে তারতীলের সহিত ও পৃথক পৃথকভাবে স্পষ্ট করে পাঠ করুন।"*

আল্লাহ পাক সূরা ফুর্‌ক্বানের ৩২ নং আয়াত শরীফে ইর্‌শাদ করেন-

অর্থঃ *“আমি কুরআন শরীফ তারতীলের সহিত (থেমে থেমে) পাঠ করে শুনায়েছি।”*

সূরা ইউসুফের ৩ নং আয়াত শরীফে মহান আল্লাহ পাক আরো বলেন-

-

অর্থঃ *“নিশ্চয় আমি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায়।”*

এ প্রসংগে মহান আল্লাহ পাক সূরা বনী ইস্রাইল এর ১০৬ নং আয়াত শরীফে আরো বলেন-

‘

অর্থঃ *“আমি কুরআন শরীফকে যতি চিহ্নসহ পৃথক পৃথকভাবে তিলাওয়াত করার উপযোগী করেছি যাতে আপনি একে লোকদের নিকট ধীরে ধীরে পাঠ করেন এবং আমি একে যথাযথভাবে নাযিল করেছি।”*

উপরিউক্ত আয়াতসমূহের সারমর্ম হলো-“পবিত্র কুরআন শরীফ তাজভীদের সাথে, ধীর-স্থিরভাবে থেমে থেমে, যেভাবে আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন, ঠিক সেভাবে অর্থাৎ আরবী ভাষার কায়দা অনুযায়ী ছহীহ্‌-শুদ্ধ, সুন্দর ও স্পষ্ট করে পাঠ করা ।”
এ প্রসংগে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

অর্থঃ *“হযরত হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ’লা আনহু হতে বর্নিত, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, হুজুর পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা আরবী লাহান ও আওয়াজে কুরআন শরীফ পাঠ কর।”(মিশকাত শরীফ)*

তাজভীদ অনুযায়ী তারতীলের সাথে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা ফরজ। তাই তাজভীদ শিক্ষা করা প্রত্যেকের জন্যই ফরজ ও ওয়াজিব।
হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

‘

অর্থঃ *“এমন অনেক কুরআন শরীফ পাঠকারী আছে যাদের উপর লা’নত বর্ষন করে, অর্থাৎ তাজভীদ অনুযায়ী সহীহ্‌-শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত না করার কারনে তাদের উপর লা’নত বর্ষিত হয়।”*

এছাড়াও অশুদ্ধ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত নামাজ বাতিল হওয়ার অন্যতম কারণও বটে । অথচ নামাজ বান্দার ইবাদাতসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত । যে নামাজ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক কালামে পাকে ইরশাদ করেন-

অর্থঃ "ঐ সকল মু'মিনরাই সফলতা লাভ করেছে, যারা খুশু-খুযুর সাথে নামাজ আদায় করেছে ।"

আর এ প্রসংগে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, হুজুর পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

( )-

অর্থঃ "নামাজ দ্বীনের খুঁটি, যে ব্যক্তি নামাজ কায়িম করলো, সে ব্যক্তি দ্বীন ক্বায়িম রাখলো। আর যে ব্যক্তি নামাজ তরক করলো সে ব্যক্তি দ্বীন ধ্বংস করলো।"

সুতরাং এ নামাজকে যদি সহীহ্ শুদ্ধভাবে আদায় করতে হয়, তবে অবশ্যই শুদ্ধ করে ক্বিরআত পাঠ করতে হবে । অর্থাৎ তাজভীদ অনুযায়ী সহীহ্-শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে হবে ।
কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ফায়দা ও ফযিলত । যে যত বেশী কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবে সে তত বেশী ফায়দা পাবে । মহান আল্লাহ পাক এর রেজামন্দী হাসিল করতে পারবে । এটাই সর্বক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া চাই । এ প্রসংগে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

অর্থঃ আল্লাহ পাক-এর সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড়।(সূরা তাওবাহ/ ৭২)

আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন-

অর্থঃ "যদি তারা মু'মিন হয়ে থাকে, তবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, তারা যেন আল্লাহ পাক ও তার হাবীব,সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, হুজুর পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সন্তুষ্ট করে।কেননা তারাই সন্তুষ্টি পাওয়ার সমধিক হক্বদার।"(সূরা তাওবাহ/ ৬২)

মহান আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাজভীদ ও তারতীলের সাথে, সহীহ্ ও শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার তাওফীক দান করুন । (আমীন)

বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল মুরসালীন ।

হরফে তাহাজ্জী বা আরবী বর্ণমালা

জী–ম	ছা–	তা–	বা–	আলিফ
র–	যা–ল	দা–ল	খ–	হা–
দ–দ	স–দ	শী–ন	সী–ন	যা–
ফা–	গঈ–ন	’আঈ–ন	জ–	ত–
নূ–ন	মী–ম	লা–ম	কা–ফ	ক্ব–ফ
	ইয়া–	হামযাহ	হা–	ওয়া–ও

দেখি সব পারি কিনা

এই ২৯ টি হরফকে চার পদ্ধতিতে পড়তে হয়ঃ

১. প্রথমে থেকে পর্যন্ত ।

২. থেকে পর্যন্ত ।

৩. ডান থেকে বামে এবং বাম থেকে ডানে ।

৪. উপর থেকে নিচে এবং নিচ থেকে উপরে ।

আরবী হুরুফ এর বিভিন্ন টীকা

আলিফ সবসময় খালি থাকে ঃ আলিফে যবর, যের, পেশ জযম হয় না ।

আলিফের ছুরতে হামযাহ শিক্ষাঃ আলিফে যবর, যের, পেশ জযম হইলে ঐ আলিফকে হামযাহ বলে ।

মাখরাজ শিক্ষা:(مَخْرَج)

মাখরাজ :

হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে। আরবী হরফের মাখরাজ ১৭ টি ঃ

সংক্ষিপ্ত মাখরাজ:

হরফের ধরণ	সংখ্যা	হরফ সমূহ
হরফে হালকী ( )	৬টি	
হরফে শাফভী ( )	৪টি	
হরফে ওয়াসতী ( )	১৮টি	
মুখের খালি জায়গা হতে মদের হরফের আওয়াজ পড়া হয়) (	মদের হরফ ৩টি	
নাকের বাঁশি হইতে গুন্নাহ ( ) উচ্চারিত হয় এবং আওয়াজ এক আলিফ পরিমান লম্বা করে পড়তে হয়।	–	– - -

মাখরাজের প্রয়োজনীয়তা:

ইলমে তাজভীদ্ ও মাখরাজ জানা না থাকলে ক্ষেত্রবিশেষে কুফরী হয়ে যেতে পারে এবং নামাজ ফাসেদ হতে পারে ।যেমনঃ

, সমস্ত প্রশংসা আলাহ্‌র জন্য।	, সমস্ত ছিড়া কাপড় আলাহ্‌র জন্য। (নাউযুবিলাহ)
, বলুন, তিনি আলাহ্ একক।	, একক আলাহ্ কে খাও। (নাউযুবিলাহ)
, সম্মানিত।	, অপমানিত।
, আলাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই।	,অবশ্যই আলাহ ব্যতীত ইলাহ আছে। (নাউযুবিলাহ)

মাখরাজ সমূহের বিবরণ

৩. -	২. -	১. -
হলকের (কণ্ঠনালীর) শেষ হইতে	হলকের (কণ্ঠনালীর) মধ্যখান হইতে	হলকের (কণ্ঠনালীর) শুরু হইতে যাহা সিনার দিকে আছে ।
৬. - -	৫.	৪.
জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে	জিহ্বার গোড়ার একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে	জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে
৯.	৮.	৭.
জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে	জিহ্বার আগার কিনারা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে	জিহ্বার গোড়ার (বাম পাশের) কিনারা,উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে
১২. – –	১১. – –	১০.
জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে	জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাতেঁর গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে	জিহ্বার আগার উল্টাপিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে
১৫. – –	১৪.	১৩. – –
দুই ঠোঁট হইতে; দুই ঠোঁটের ভিজা অংশ, দুই ঠোঁটের শুকনো অংশ হতে উচ্চারিত হয় । - উচ্চারণের সময় দুই ঠোঁট মিশে যায়, কিন্তু উচ্চারণের সময় দুই ঠোঁটের মাঝখানে ফাঁক থাকে ।	নীচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে	জিহ্বার আগা সামনের নীচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে
	১৭. – –	১৬. – –
	নাকের বাঁশি হইতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয় (গুন্নাহ অর্থ নাকাওয়াজ)	যখন - - মদের অক্ষর হিসাবে ব্যবহৃত হয় তখন আওয়াজটাকে মুখের খালি জায়গা হতে উচ্চারণ করে পড়তে হয় ।

কতিপয় হরফের উচ্চারনের পার্থক্যঃ

ত.-মোটা উচ্চারণ, তা-চিকন উচ্চারণ	-
হ.া হলকের মধ্যখান হইতে, হা-হলকের শুরু হইতে	-
জীম-শক্ত ও মজবুত আওয়াজ, যা- পাখির মত ফিস ফিস আওয়াজ করে	-
যাল-চিকন উচ্চারণ, জ.-মোটা উচ্চারণ	-
ক.-ফ-মোটা উচ্চারণ, কা-ফ-চিকন উচ্চারণ	-
দা-ল জিহ্বার আগা হইতে পাতলা আওয়াজ, দ.-দ-জিহ্বার গোড়া হতে মোটা আওয়াজ	-
ওয়াও-দুই ঠোঁট গোল করিয়া, মী-ম-দুঁই ঠোঁটের শুকনা জায়গা হতে, বা-দুই ঠোঁটের ভিজা জায়গা হতে	- –
হলকের (কণ্ঠনালীর) মধ্যখান হতে, হলকের (কণ্ঠনালীর) শুরু হতে, জিহ্বার মধ্যখান + উপরের তালু হতে	- –
ছ.া-নরম উচ্চারণ, সী-ন চিকন উচ্চারণ, স.-দ-মোটা উচ্চারণ	- –

তাজভীদ

বিশুদ্ধ করে কুরআন পড়তে যেসব নিয়ম দরকার হয় সে সমস্ত নিয়ম কানুনকে তাজভীদ বলা হয় ।
কুরআন শরীফ বিশুদ্ধভাবে পড়ার জন্য যেসব বিষয় দরকার হয় ঃ
হুরুফ পরিচয়, হরকত, তানভীন, সাকিন, তাশদীদ ইত্যাদি শিখে নিয়মিত অনুশীলন করতে হয় ।

হরফঃ আরবী ভাষা লিখতে পড়তে যেসব চিহ্ন ব্যবহার হয় সেসমস্ত চিহ্নকে হুরুফ বলা হয় ।
হুরুফ অর্থ অক্ষর সমূহ, হুরুফ বহুবচন, একবচনে হার্‌ফ, আরবী হরফ ২৯ টি ।

ইস্তিলার সাত হরফঃ

(সংক্ষেপে=) যে হরফ উচ্চারণ করার সময় জিহ্বা উপরে তালুর দিকে উত্থিত হয় তাকে হরফে ইস্তিলা বলে । হুরুফে ইস্তিলা সবসময় মোটা করে পড়তে হয় ।
যেমনঃ

ছফিরাহ্‌'র তিন হরফঃ

চড়ুই পাখির শব্দকে ছফীর বলে । যে হরফ উচ্চারণ করার সময় চড়ুই পাখির শব্দের ন্যায় আওয়াজ হয় তাকে হরফে ছফিরাহ বলে । হুরুফে ছফিরাহ্‌'র উচ্চারণে তীক্ষ্ণ আর শীষ দেয়ার মত শব্দ হয় । যেমনঃ

* **অর্থ ভুল পড়া** । ইহা দুই প্রকার ।

১. লাহনে জ্বলী (প্রকাশ্য ভুল) ২. লাহনে খফী (গোপন ভুল)

* কুরআন শরীফ পড়তে গিয়ে এ ভুল হলে , একটি হরফের জায়গায় অন্য হরফ পড়লে , কোন হরফ বাড়িয়ে বা কমিয়ে পড়লে , এই চার ধরণের প্রকাশ্য ভুলকে লাহনে জ্বলী বলা হয় ।
*অর্থের পরিবর্তন না হয়ে যদি সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, এই ধরণের ভুলকে লাহনে খফী বলা হয় ।

মুরাক্কাব

মুরাক্কাব অর্থ মিলানো, মিশানো, লাগানো, সংযুক্ত করা । ডানের হরফকে বামের হরফের সাথে মিলানোকে মুরাক্কাব বলে ।

আরবী হরফসমূহে ২২ টি হরফে মুরাক্কাব হয় । এর সাথে ২২ টি হরফের মুরাক্কাব এর উদাহরণ-

বাকী ৭ টি হরফে মুরাক্কাব হয় না ।

উপরিউল্লিখিত মুরাক্কাব হুরুফের ক্রমানুসারে পূর্ণরূপে ২২ টি হরফ-

আরবীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্নের পরিচয়

পেশ	যের	যবর
দুই পেশ	দুই যের	দুই যবর
উল্টা পেশ	খাড়া যের	খাড়া যবর
O ▯ ওয়াকফ্ (দাড়িঁ) বিরাম বা বিরতি চিহ্ন	তাশদীদ্	জযম
রুকু	চার আলিফ মদ্	তিন আলিফ মদ্

হরকত এর পরিচয় ও ব্যবহার

সংজ্ঞা:

যে সকল চিহ্নের সাহায্যে আরবী ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণসমূহ উচ্চারিত হয় তাদের ধ্বণি চিহ্ন (স্বরচিহ্ন) বা হরকত বলে ।

<u>এক যবর, এক যের, এক পেশ কে হরকত বলে।</u>

পেশ ও যবর সর্বদা আরবী বর্ণের উপরে এবং যের সর্বদা বর্ণের নীচে ব্যবহৃত হয় ।

হরকত উচ্চারণের নিয়ম:

হরকত ৩ টি ।

১.( ) যবরের উচ্চারণ 'া' এর মত

২.( ) যের এর উচ্চারণ 'ি' এর মত

৩.( ) পেশ এর উচ্চারণ 'ু' এর মত

হরকতের অনুশীলন

যবর বিশিষ্ট হরফের অনুশীলন:

(আলিফ যবর - আ, বা যবর - বা, তা যবর - তা,......................)

যের বিশিষ্ট হরফের অনুশীলন:

(আলিফ যের - ই , বা যের - বি, তা যের - তি,......................)

পেশ বিশিষ্ট হরফের অনুশীলন:

(আলিফ পেশ - উ, বা পেশ - বু, তা পেশ - তু,........................)

হরকতের সম্মিলিত অনুশীলনঃ

(আলিফ যবর - আ, আলিফ যের - ই , আলিফ পেশ - উ = আ ই উ.......)

যবর বিশিষ্ট শব্দের অনুশীলনঃ

(আলিফ যবর - আ, হা যবর - হা, দাল্ যবর - দা = আহাদা, ...)

যের বিশিষ্ট শব্দের অনুশীলনঃ

(বা যের - বি, শীন যের - শী, রা যের - রি = বিশিরি, ...)

পেশ বিশিষ্ট শব্দের অনুশীলনঃ

(লাম পেশ- লু, ত. পেশ-তু, ফা পেশ- ফু = লুতুফু, ...)

শব্দে হরকতের সম্মিলিত অনুশীলনঃ

(ওয়াও যবর- ওয়া, সীন যের- সি, ‘আইন যবর- ‘আ = ওয়াসি‘আ, ...)

হরকতে উচ্চারণ পার্থক্য :

তানভীন ( ) এর পরিচয় ও ব্যবহার

সংজ্ঞা :

দুই যবর, দুই যের, দুই পেশ কে তানভীন বলে। তানভীন এর ভিতর নূন্ সাকিন (نْ) লুকিয়ে রয়। (= بَنْ)

তানভীন উচ্চারণের নিয়ম :

১.তানভীনের উচ্চারণে হরকতের সাথে ’ন্’ যোগ করতে হয়।

২.দুই যবরের সাথে আলিফ থাকলে তা পড়া হয় না। একে ‘রসমে খত্’ ( ) বলে। ‘রসমে খত’ অর্থ লিখার নিয়ম আছে কিন্তু পড়া হয় না। যেমনঃ

৩. .দুই যবরের সাথে ইয়া থাকলে তাও পড়া যায় না। এখানে ইয়া ‘রসমে খত্’। যেমনঃ

তানভীনের অনুশীলন ঃ

দুই যবর বিশিষ্ট হরফের অনুশীলনঃ

(আলিফ দুই যবর- আন্, বা দুই যবর- বান্, তা দুই যবর- তান্,............)

দুই যের বিশিষ্ট হরফের অনুশীলনঃ

(আলিফ দুই(যের- ইন্, বা দুই যের- বিন্, তা দুই যের- তিন্,............)

দুই পেশ বিশিষ্ট হরফের অনুশীলনঃ

(আলিফ দুই পেশ- উন্, বা দুই - পেশ বুন্, তা দুই পেশ - তুন্,............)

দুই যবর বিশিষ্ট শব্দের অনুশীলনঃ

(হা যবর- হা, সীন যবর- সা, দাল দুই যবর- দান্ = হাসাদান্. ....)

দুই যের বিশিষ্ট শব্দের অনুশীলনঃ

(আলিফ যবর- আ, হা যবর- হা, দাল দুই যের- দিন্ = আহাদিন্. ......)

দুই পেশ বিশিষ্ট শব্দের অনুশীলন:

(খা পেশ- খু, লাম পেশ- লু, ক্বাফ দুই পেশ- ক্বুন্ = খুলুক্বুন্.   ......)

দুই যবর, দুই যের, দুই পেশ বিশিষ্ট শব্দের অনুশীলন:

(আলিফ যবর- আ, বা যবর- বা, দাল দুই যবর- দান্ = আবাদান্ , ...)

তানভীনে উচ্চারন পার্থক্য :

যযম / সুকুন এর পরিচয় ও ব্যবহার

পরিচয় :

(   ) এই প্রতীক কে যযম বলে । যযম সর্বদা হরফের উপরে ব্যবহৃত হয় ।

যযমের কাজ :

যযম ওয়ালা হরফ ডানের হরকতের সাথে মিলিয়ে একবার পড়তে হয় । যযম বাংলা হসন্তের মত কাজ করে ।

যযমে উচ্চারণ পার্থক্য :

(আলিফ–বা যবর = আব্ , আলিফ–বা যের = ইব্ , আলিফ–বা পেশ = উব্ , ...)

যযম বিশিষ্ট শব্দের অনুশীলন :

(আলিফ-হা যের – ইহ্ , দাল্ যের দি = ইহদি, ...)

ক্বলক্বলাহ্

ক্বলক্বলা অর্থ 'জুম্বিশ' বা ঝাকুনি দেয়া, কম্পন করা, প্রতিধ্বনি করা ।
যে হরফগুলো সাকিন এবং ওয়াক্বফ অবস্থায় উচ্চারণ করতে তাদের উচ্চারণ স্থানটি জুম্বিশ হয়ে একটু আওয়াজ প্রকাশ পায়, তাদেরকে হুরূফে ক্বলক্বলাহ্ বলে ।

ক্বলক্বলা হরফ সমূহ :

। এদেরকে একত্রে পড়া হয় ।

ক্বলক্বলার নিয়ম :

ক্বলক্বলার পাঁচটি হরফের কোনটিতে সাকিন বা ওয়াক্ফ হলে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে ধাক্কা দিয়ে পড়তে হয় । সেই আওয়াজের সাথে সাথেই ক্বলক্বলার হরফে কিঞ্চিৎ যবর দিতে হয় । ওয়াক্বফ অবস্থায় ক্বলক্বলাহ অধিক পরিমাণে করা উচিত ।

ক্বলক্বলাহ্ ২ প্রকার । যথাঃ ১) শব্দের মাঝখানে ছোট ক্বলক্বলাহ, ২) ওয়াক্বফ অবস্থায় বড় ক্বলক্বলাহ ।

হরফের সাথে ক্বলক্বলার উদাহরণঃ (আলিফ-ক্বাফ যবর = আক্ব-ক্ব , ...)

					- উক্ব	- ইক্ব	- আক্ব

শব্দের সাথে ছোট ক্বলক্বলার উদাহরণঃ
(সীন্-বা যবর- সাব্-ব্ , হা দুই যবর- হান্ = সাব্ব্হান্ , ...)

শব্দের সাথে ওয়াক্বফ অবস্থায় বড় ক্বলক্বলার উদাহরণঃ
(আইন যের- ই, ক্বাফ-আলিফ যবর- ক্বাাা, বা দুই পেশ- বুন্ = ইক্বাাাব্ব্ , ...)

হাম্‌জাহ্‌ ছিফাতে শাদীদাহ্‌– এর পরিচয় ও ব্যবহার

হাম্‌জাহ্‌ ছিফাতে শাদীদাহ্‌ - আওয়াজ শক্তভাবে বন্ধ করে - হাম্‌জাহ্‌র উপর সাকিন হলে আওয়াজ শক্তভাবে বন্ধ করে উচ্চারণ করতে হয় । যেমনঃ

(রা-হামজাহ্‌ যবর –রা’. , সীন দুই পেশ –সুন্‌ = রা’.সুন্‌, ...)

লীন্‌ এর পরিচয় ও ব্যবহার

‘লীন’ অর্থ নরম করে তাড়াতাড়ি পড়া ।

হরফে লীন ২ টি । যথাঃ   সাকিন, ডানে যবর (   );   সাকিন, ডানে যবর (   )

হরফে লীনের উচ্চারণ নরম করে তাড়াতাড়ি পড়তে হয় ।

লীন বিশিষ্ট শব্দের অনুশীলন ঃ

তাশদীদ এর পরিচয় ও ব্যবহার

তাশদীদের পরিচয় :

(   ) এই চিহ্নকে তাশদীদ বলা হয় । তাশদীদের মধ্যে একটি সাকিন লুকিয়ে রয় ।

তাশদীদের কাজ :

তাশদীদওয়ালা হরফ দু'বার পড়তে হয় । প্রথমবার ডানের হরকতের সাথে (সাকিনের মত) দ্বিতীয়বার নিজ হরকতের সাথে । যেমনঃ   +   =

তাশদীদের আনুশীলন :

(আলিফ–বা যবর = আব্ ,বা যবর- বা = আব্বা, আলিফ–বা যবর = আব্ , বা যের- বি = আব্বি, আলিফ–বা যবর = আব্ , বা পেশ- বু = আব্বু ,..........)

শব্দের সাথে তাশদীদের আনুশীলন :

(তা-বা যবর- তাব্ ,বা-তা যবর- বাত্ = তাব্বাত্ , ...)

গুন্নাহ ( )

শব্দের অর্থ -নাকাওয়াজ। সব ধরণের কে এক আলিফ টানতে হয়।

কুরআন শরীফে তিন প্রকারের গুন্নাহ আছে।

১. ওয়াজিব গুন্নাহ,
২. নূন্ সাকিন ও তানভীনের গুন্নাহ,
৩. মীম্ সাকিনের গুন্নাহ।

১.ওয়াজিব গুন্নাহ:

ওয়াজিব গুন্নাহ্র দুই হরফ - -

এবং এর উপর তাশদীদ্ থাকলে এবং উহার আগের হরফে যের, যবর, পেশ থাকলে –)

(এ দুটি হরফকে অবশ্যই গুন্নাহ করে পড়তে হবে। একে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে ।যেমনঃ

(আলিফ-মীম যবর– আম্, মীম্ যবর– মা = আম্–মা; ....)

ওয়াজিব গুন্নাহ্ বিশিষ্ট শব্দের অনুশীলনঃ

(আলিফ-মীম যবর– আম্, মীম্-নুন্ যবর– মান্ = আম্–মান্; ....)

২.নূন্ সাকিন ও তানভীনের গুন্নাহ:

নূন্ সাকিন ও তানভীনের পর এ আট হরফ ব্যতীত ২০ হরফ আসলে গুন্নাহ্ হবে।

বিস্তারিত দেখুনঃ নুন্ সাকিন ও তানভীন এর নিয়মসমূহে।	

৩.মীম্ সাকিনের গুন্নাহ:

মীম্ সাকিনের বামে আসলে গুন্নাহ হবে। বাকি ২৬ হরফে গুন্নাহ হবে না।

বিস্তারিত দেখুনঃ মীম সাকিন এর নিয়মসমূহে।	

মাদ্ ( )

সংজ্ঞা:

মাদ্ অর্থ লম্বা বা দীর্ঘ করা।
কোন হরফকে দীর্ঘায়িত করে বা টেনে পড়াকে মাদ্ বলে।

মাদের হরফ ৩ টি:

( )

১. খালি, ডানে যবর। ( )

২. সাকিন , ডানে পেশ। ( )

৩. সাকিন, ডানে যের। ( )

যেমনঃ - – - -

মাদের সাহায্যকারী ৩ টি

খাড়া যবর (—), খাড়া যের (—), উল্টা পেশ (—)

মাদের হুকুমের পরিমান:

এক আলিফ পরিমাণ হল-

১.দুইটি হরকত পড়তে যে সময় লাগে যেমনঃ = + = + = +

২.একটি সোজা আঙ্গুলকে মধ্যম গতিতে বন্ধ করতে যে সময় লাগে তা এক আলিফ।

মাদের প্রকারভেদ :

মাদ্ মোট ১০ প্রকার

এদেরকে ৩ টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ যেমন ঃ

১. এক আলিফ মাদ্ (- -)

২.তিন আলিফ মাদ্ (-)

৩.চার আলিফ মাদ্ (-)

এক আলিফ মাদ্

ক. মাদে তাবায়ী :( )

খালি, ডানে যবর ( ); সাকিন, ডানে পেশ ( ); সাকিন, ডানে যের ( )- হলে মাদে তাবায়ী বা মাদে আছলী বলে ।
একে ১ আলিফ টেনে পড়তে হয় ।

শব্দে মাদে তাবায়ীর উদাহরণ:

খাড়া যবরের ছুরতে মাদে তাবায়ীর উদাহরণ:

- - -

খাড়া যেরের ছুরতে মাদে তাবায়ীর উদাহরণ:

-	–	-

উল্টা পেশের ছুরতে মাদে তাবায়ীর উদাহরণ:

- – –

আলিফে যায়িদাহ্‌ঃ

পড়ার সময় পড়তে হয়না লিখার সময় লিখতে হয়, অতিরিক্ত সেই আলিফকে আলিফে যায়িদাহ্‌ বলা হয় ।

আলিফে যায়িদাহ্‌ চেনার জন্য উপরে গোল চিহ্ন রয় ।

শব্দের আলিফটাকেও আলিফে যায়িদাহ্‌ বলা হয় । এজন্য শব্দ টানা মানা । পড়ার নিয়ম

ঃ - - - এই শব্দ সমূহ ব্যাতীত বাকি সব ক্ষেত্রে টানা মানা ।

আলিফে যায়িদার উদাহরণঃ

খ. মাদে বদলঃ( )

হামজার সাথে মদ হলে হলে তাকে মাদে বদল বলে ।

মাদে আছলী যদি কখনও হামজাহ্‌র সাথে হয়, তার নাম মাদে বদল । প্রকাশ থাকে যে - হামজায় খাড়া যবর, খাড়া যের, উল্টা পেশ হলে মাদে বদল হয় ।

একে ১ আলিফ টেনে পড়তে হয় ।

গ. মাদে লীনঃ ( )

হরফে লীন ২ টি । যথাঃ সাকিন, ডানে যবর ( ); সাকিন, ডানে যবর ( ) । লীনের হরফের পর ওয়াক্‌ফের হালতে সাকিন (আরেজী সাকিন; মনে মনে ধরা সাকিন) হলে তাকে মাদে লীন বলে ।

একে ১ আলিফ টেনে পড়া হয় । (২ আলিফ, ৩ আলিফ টেনে পড়া যায় । ৩ আলিফ টেনে পড়া উত্তম ।)

মাদে লীন বিশিষ্ট শব্দের উদাহরণঃ

o	o	o	o	o

তিন আলিফ মাদ

মাদ্দে আরেজী: (   )

মদ্দের হরফের পর ওয়াক্ফের হালতে সাকিন (আরেজী সাকিন; মনে মনে ধরা সাকিন) হলে তাকে মাদ্দে আরেজী বলে ।
একে ৩ আলিফ টেনে পড়তে হয় । ১-৩ আলিফ টেনে পড়া জায়িয ।

মাদ্দে আরেজী বিশিষ্ট শব্দের উদাহরণ:

o	o	o	o	o
o	0	0	0	0

মাদ্দে মুনফাসিল: (   )

মাদের হরফের পর ভিন্ন শব্দের প্রথমে   আসলে তাকে মাদ্দে মুনফাসিল বলে ।

মাদের বামে লম্বা হামজাহ্ (   ) - অন্য শব্দের প্রথমে থাকলে তা মাদ্দে মুনফাসিল হয় ।
১-৪ আলিফ টেনে পড়া জায়িয । ৪ আলিফ টেনে পড়া উত্তম ।

মাদ্দে মুনফাসিল বিশিষ্ট শব্দের উদাহরণ:

চার আলিফ মাদ্দ

মাদ্দে মুত্তাসিল:(   )

মাদের হরফের পর একই শব্দে   আসলে তাকে মাদ্দে মুত্তাসিল বলে ।

মাদের বামে গোল হামজাহ্ (   ) - একই শব্দে থাকলে তা মাদ্দে মুত্তাসিল হয় ।
একে মাদ্দে ওয়াজিব ও বলা হয় ।মাদ্দে মুত্তাসিল ৪ আলিফ টেনে পড়তে হয় ।

মাদে মুত্তাসিল বিশিষ্ট শব্দের উদাহরণঃ

মাদে লাযেম : (   )

মাদের হরফের পর লাযেমী সাকিন (যে সাকিন ওয়াক্ফ কিংবা মিলানো সর্বাবস্থায় বহাল থাকে) আসলে তাকে মাদে লাযেম বলে ।

মাদে লাযেম চার প্রকার :

১) যে শব্দ পড়তে গিয়ে মাদের বামে সাকিন হয়, মাদে লাযেম কালমি মুখাফ্ফাফ (তিন অথবা) চার আলিফ টানতে হয় ।

২) যে শব্দ পড়তে গিয়ে মাদের বামে হয়, মাদে লাযেম কালমি মুছাক্কাল (তিন অথবা) চার আলিফ টানতে হয় ।

-      –   -

৩) যে হরফ পড়তে গিয়ে মাদের বামে সাকিন হয়, মাদে লাযেম হরফি মুখাফ্ফাফ (তিন অথবা) চার আলিফ টানতে হয় ।

= . = . = . = . ▯ = . = . =

৪) যে হরফ পড়তে গিয়ে মাদের বামে তাশদীদ্ হয়, মাদে লাযেম হরফি মুছাক্কাল (তিন অথবা) চার আলিফ টানতে হয় । অথবা লাম হরফের বামে, ‘মীম’ থাকার কারণে ‘লাম’ হরফ বানান করলে মাদ্দের বামে তাশদীদ্ হয়, মাদে লাযেম হরফি মুছাক্কাল (তিন অথবা) চার আলিফ টানতে হয় ।

= . =

- আ’ঈন হরফ বানানে, হরফে লীনের বামে, আছলী ছাকিন পাওয়া যায় । ইহা মাদে লীনে লাযেম, (তিন অথবা) চার আলিফ টানতে হয় ।

= . =

নুন সাকিন ও তানভীনের চার নিয়ম

নুন্ সাকিন (   ) ও তানভীন (   ) কে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

১. ইক্বলাব (   ) ২. ইযহার (   ) ৩.ইদগাম (   ) ৪.ইখ্ফা (   )

১. ইক্বলাব (   )

ইক্বলাব অর্থ পরিবর্তন করে পড়া। ইক্বলাবের হরফ ১ টি ঃ   । নূন সাকিন ও তানভীনের পর আসলে উক্ত নূন সাকিন ও তানভীনকে   দ্বারা পরিবর্তন করে (গুন্নাহ সহকারে) পড়তে হয়।

২. ইযহার (   )

ইযহার অর্থ স্পষ্ট করে পড়া।

ইযহারের হরফ ৬ টি ঃ   ০

নূন সাকিন ও তানভীনের পরে ইযহারের হরফ আসলে উক্ত নূন সাকিন ও তানভীনকে স্পষ্ট করে পড়তে হয়।

৩.ইদগাম (   )

ইদগাম অর্থ (তাশদীদ ধরে) মিলিয়ে পড়া।

ইদগামের হরফ ৬ টি ঃ – – – – – (সংক্ষেপেঃ   )

নূন সাকিন ও তানভীনের পর ইদগামের কোন একটি হরফ আসলে ঐ নূন সাকিন ও তানভীনকে পরবর্তী শব্দের প্রথম হরফের সাথে (তাশদীদ্ সহ) মিলিয়ে পড়তে হয় ।

ইদগাম দুই প্রকার :

১.ইদগামে বা-গুন্নাহ (গুন্নাহ সহ) ঃ ইদগামে বা-গুন্নাহর হরফ চারটিঃ – – –

(সংক্ষেপেঃ)

নূন সাকিন ও তানভীনের পরে – – – আসলে নূন সাকিন ও তানভীনকে গুন্নাহ্‌সহ তাশদীদ ধরে পড়তে হয় ।
(সাকিনের বামে যদি তাশদীদ্ অক্ষর পাওয়া যায়, সাকিন অক্ষর বাদ দিয়ে তাশদীদ্ অক্ষর পড়তে হয় ।)

বিঃদ্রঃ
নূন সাকিনের পরে ইদগামে বা-গুন্নাহর হরফ একই শব্দের মধ্যে একত্রিত হলে ইদ্গাম করা যায়না । যেমনঃ

২. ইদগামে বে-গুন্নাহ (গুন্নাহ ছাড়া) ঃ ইদগামে বে-গুন্নাহর হরফ দুইটিঃ – (সংক্ষেপেঃ)

নূন সাকিন ও তানভীনের পরে – আসলে নূন সাকিন ও তানভীনকে গুন্নাহ্ ছাড়া তাশদীদ ধরে পড়তে হয় ।

৪.ইখ্‌ফা ( ):
ইখফা অর্থ গোপন করা,অস্পষ্ট করা ।
ইখফার হরফ ১৫ টি ঃ

– – – – – – - – – – – – – –

নূন সাকিন ও তানভীনের পর ইখ্ফার কোন একটি হরফ আসলে উক্ত নূন সাকিন বা তানভীনকে গুন্নার সাথে অস্পষ্ট করে পড়তে হয় ।

(কাফ-নুন পেশ- কুং , তা পেশ- তু = কুংতু ;.........................)

মীম সাকিনের নিয়ম

মীম সাকিন ৩ প্রকার :

১.ইদগাম (+)   ২.ইখফা (+)   ৩.ইযহার (বাকী হরফ +   )

১.ইদগাম :

মীম সাকিনের মীম আসলে (–   ), বামের মীমে তাশদীদ্ ধরে (ইদগাম) গুন্নাহ করে পড়তে হবে ।

২.ইখফা :

মীম সাকিনের বামে ‘বা’ আসলে (-   ) গুন্নাহর সাথে ইখফা করে পড়তে হয় ।

৩.ইযহার :

মীম সাকিনের পরে ও ছাড়া অন্য হরফ আসলে স্পষ্ট করে পড়তে হয় ।

** মীম সাকিনের পরে ও আসলে অবশ্যই ইযহার করতে হবে ।

শব্দ পড়ার নিয়ম

লফ্য (শব্দ) আলাহর দুই নিয়ম ঃ ১. পুর বা মোটা, ২. বারিক বা পাতলা

- শব্দের ডানে যবর ও পেশ হলে আলাহ শব্দের কে পুর বা মোটা করে পড়তে হয় ।

যেমন:

- শব্দের ডানে যের হলে আলাহ শব্দের কে বারিক করে পড়তে হয় ।

যেমন:

- - শব্দ ছাড়া অন্য সকল কে পাতলা করে পড়তে হবে ।

যেমন:

হরফ পড়ার নিয়ম

পড়ার দুই নিয়ম ঃ ১. পুর বা মোটা, ২. বারিক বা পাতলা

হরফ পুর বা মোটা করে পড়ার কয়েকটি নিয়ম:

১. এ যবর বা পেশ হলে অক্ষর সেই সময় পুর করে পড়তে হয়।

২. সাকিন ডানে যবর বা পেশ হলে অক্ষর সেই সময় পুর করে পড়তে হয়।

৩. সাকিন ডানে যের এবং এরপর হরফে মোস্তালিয়া ( ) হলে কে পুর করে পড়তে হয়।

৪. সাকিনের ডানে যের অন্য শব্দে হলে অক্ষর সেই সময় পুর করে পড়তে হয়।

৫. আরেজী সাকিন, ডানে যদি ছাড়া অন্য কোন অক্ষর সাকিন হয়, এবং তার ডানে যবর বা পেশ হয় তবে অক্ষর সেই সময় পুর করে পড়তে হয়।

o o

হরফ বারিক করে পড়ার কয়েকটি নিয়ম:

১. এর নিচে যের হলে কে বারিক করে পড়তে হয়। -

২. সাকিন ডানে যের হলে কে বারিক করে পড়তে হয়।

৩. আরেজী সাকিন, ডানে সাকিন হয়ে তার ডানে যদি যের হয়, কে বারিক করে পড়তে হয়।

৪. আরেজী সাকিন, ডানে যদি অক্ষর সাকিন হয় তবে কে বারিক করে পড়তে হয়। - o

ওয়াকফের বিবরণ

তিলাওয়াতের সময় আওয়াজ বন্ধ করে শ্বাস ছেড়ে দেয়াকে ওয়াক্‌ফ বলে ।

আলামতে ওয়াক্‌ফ:

ওয়াকফের গোল্ চিহ্নকে (- o) দায়রা বলে । ইহা ওয়াকফে তাম, দম না ফেলে আর পড়া যাবে না ।

- ওয়াকফে রুকু, দম না ফেলে আর পড়া যাবে না ।

- ওয়াকফে লাযেম,দায়রার উপর থাকলে এবং শুধু থাকলে ওয়াকফ করতেই হবে । দম না ফেলে আর কিছুতেই পড়া যাবে না ।

- ওয়াকফে মুতলাক, দম না ফেলে আর পড়া ভাল না ।

-ওয়াকফে জায়িজ । দম ফেলানো চলবে, পড়ে যাওয়াও চলবে ।

-ওয়াকফে মুজাওয়ায, দম না ফেলে পড়ে যাওয়া উত্তম ।

তিন + তিন = ছয় ফোঁটা - ওয়াক্বফে মুয়ানাকাহ্ । দুই জায়গার এক জায়গায় থামতে হয় ।

-ওয়াক্বফে মুরাখ্খাছ । দম না ফেলে পড়ে যাওয়াই উত্তম ।

-ওয়াক্বফে আমর । এইখানে দম ফেলবার হুকুম করা হয়েছে ।

-ওয়াক্বফে সাকতাহ্ । দম না ফেলে আওয়াজটাকে একটু বন্ধ রাখতে হয় ।

-দম না ফেলে সাকতার চেয়ে (একটু) বেশী দেরী করতে হয় ।

-ওয়াক্বফে ক্বীলা আলাইহ্ । দম ফেলা ভাল ।

-ওয়াছলে আওলা, মিলিয়ে পড়া উত্তম ।

-ওয়াক্বফে গুফরান্ । এখানে দম ফেললে ছগীরাহ্ গুনাহ্ মাফ হয় ।

-ওয়াক্বফে আলাইহি । দায়রা ব্যতীত শুধু থাকলে ওয়াকফ করা যাবে না ।

-এসব স্থানে ওয়াক্ফ করা না করা উভয়টাই চলে ।

ওয়াক্বফের বিবরণঃ

আরেজী সাকিন, মনে মনে ধরা সাকিনকে আরেজী সাকিন বলে । যেখানে সাকিন ছিলনা, সেখানে দম ফেললে দম ফেলার সময় আরেজী সাকিন হবে ।

যবর, যের, পেশ এবং দুই যের, দুই পেশ থাকলে দম ফেলার সময় সেখানে আরেজী সাকিন হবে।

o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	

ة গোল "তা" - ওয়াকফের সময় হা সাকিন (ہْ) পড়তে হয়।ওয়াকফ না করে মিলিয়ে পড়লে তা পড়তে হয়।

o	o	o	o

হা – এ যমীর

'হা' হরফ ( ) সর্বনাম হিসাবে শব্দের শেষে আসলে তাকে হায়ে যমীর বলে ।

হা - এ যমীরের উপর পেশ থাকলে একটি মিলিয়ে পড়তে হয় ।এক্ষেত্রে উল্টা পেশ থাকে ।-

হা - এ যমীরের নীচে যের থাকলে একটি মিলিয়ে পড়তে হয় ।এক্ষেত্রে খাড়া যের থাকে । -
হা - এ যমীরে দম ফেললে আরেজী সাকিন হবে ।

0 0 0 0 0

মাদ্দে এওয়াজ:

দুই যবরে দম ফেললে এক যবর বাদ দিয়ে এক আলিফ টানতে হয় । একেই মাদ্দে এওয়াজ বলে ।

0 0 0

মাদ্দে লীন

হরফে লীনের বামে যদি আরেজী সাকিন হয়ে যায়, ২-৩ আলিফ মাদ্দে লীন হয়ে যায় । হরফে লীন ২ টি । যথাঃ সাকিন, ডানে যবর ( ); সাকিন, ডানে যবর ( ) ।

0 0 0

মাদ্দে আরেজী

মাদ্দের বামে যদি আরেজী সাকিন হয়, ৩ আলিফ মাদ্দে আরেজী হয়ে যায় ।

0 0 0 0

মাদ্দে আছলী

মাদ্দে আছলীতে দম ফেললে ১ আলিফ টানতে হয় ।

0 0 0 0 0

আরেজী সাকিন হওয়ার কারণে যদি মাদ্দের হরফ হয়ে যায়, দম ফেলার সময় ১ আলিফ টানতে হয় ।

0 0 0 0

যবর অথবা যেরের বামে যদি খালি পাওয়া যায়, দম ফেলার সময় ১ আলিফ টানতে হয় ।

0 0 0 0

পেশের বামে যদি খালি পাওয়া যায়, দম ফেলার সময় ১ আলিফ টানতে হয়।

0 0 0 0

দম ফেলিবার সময় যদি আলিফে যায়িদাহ্ পাওয়া যায়, আলিফে যায়িদাহ্ তে ১ আলিফ টানতে হয়। কিন্তু সূরা দাহরের দ্বিতীয় তে দম ফেললে টানতে হয়না।

0 0 0 0

দম ফেলার সময় যদি তাশদীদ অক্ষর পাওয়া যায়, দুটি অক্ষর উচ্চারণের সময় লাগাতে হয়।

0 0 0 0

দম ফেলার সময় যদি সাকিন অক্ষর পাওয়া যায়, সাকিন অক্ষর যেমন আছে তেমন করে পড়তে হয়।

0 0 0 0

সাক্তাহ্

কিছু সময়ের জন্য আওয়াজ বন্ধ করে নিঃশ্বাস জারী রেখে উক্ত নিঃশ্বাসেই পরবর্তী হরফ পড়াকে সাক্তাহ বলে। ওয়াক্ফ ও সাক্তার মধ্যে পার্থক্য হল, ওয়াক্ফ করার সময় নিঃশ্বাস জারী থাকে না,আর সাক্তার সময় নিঃশ্বাস জারী রাখতে হয়।
ইমাম হাফ্স (রঃ)-এর মতে কুরআন শরীফে চারটি সাক্তাহ রয়েছে ঃ

১। ১৫ পারায় সূরা কাহফেঃ

২। ২৩ পারায় সূরা ইয়াসীনেঃ

৩। ২৯ পারায় সূরা কিয়ামায়ঃ

৪। ৩০ পারায় সূরা মুতাফফিফীনে ঃ

নূনে কুতনী

তানভীনের নুন্ সাকিনের বামে তাশদীদ অথবা যযম হলে তানভীনের ভিতর লুকায়িত নূনে যের দিয়ে পরের সাকিন পড়তে হয়। একে নূনে কুতনী বলে। নূনে কুতনী দম ফেললে পড়তে হয়না।
যেমন ঃ

= +
= +
= +

হরফে শামসী ও কামারী

হরফে শামসী ১৪টি:
যে বর্ণের পূর্বে আলিফ এবং লাম যোগ করলে লাম উচ্চারিত হয় না, তাকে হরফে শামসী বলে।
যেমন:

হরফে কামারী ১৪টি:
যে বর্ণের পূর্বে আলিফ এবং লাম যোগ করলে লাম উচ্চারিত হয়, তাকে হরফে কামারী বলে।
যেমন: